নির্বাচনী বন্ড (electoral bond) এবং আর্থিক অস্বচ্ছতা।

ক. নির্বাচনী বন্ড :

নির্বাচনী বন্ড হলো রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুদান দেওয়ার জন্য একটি আর্থিক পদ্ধতি বা উপকরণ যা ২০১৭-১৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের শুরুতেই অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প, ২০১৮ (Electoral Bond Scheme, 2018) অনুসারে, নির্বাচনী বন্ড হল প্রতিশ্রুতি পত্র হিসাবে জারি করা একটি বন্ড, যা চরিত্রগতভাবে "বেয়ারার" বা বাহকী। বেয়ারার মাধ্যম এমন একটি ব্যবস্থা যাতে ক্রেতা বা প্রদানকারীর নাম থাকে না, মালিকানার কোনও তথ্য রেকর্ড করা হয় না এবং এর ধারকই (অর্থাৎ রাজনৈতিক দল) এর মালিক হিসাবে গণ্য হয়।

২০১৮ সালের ২রা জানুয়ারীতে এই প্রকল্প সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ব্যক্তি (যারা ভারতের নাগরিক) এবং দেশীয় সংস্থাগুলি এই বন্ডগুলির মাধ্যমে তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দেবে - এক হাজার টাকার গুণিতক হারে, ১০,০০০ টাকা, ১ লক্ষ টাকা, ১০ লক্ষ এবং ১ কোটি টাকা এইভাবে বন্ডগুলো ছাড়া হয়। এই বন্ড ১৫ দিনের মধ্যে ভাঙাতে হবে। কোন ব্যক্তি এককভাবে বা অন্য কারুর সাথে যৌথভাবে বন্ডগুলো কিনতে পারে। কোনও ব্যক্তি (কর্পোরেট সত্তা সহ) কত গুলো নির্বাচনী বন্ড কিনতে পারে তার কোনও নির্দিষ্ট সীমা ধার্য্য নেই। ১৫ দিনের মেয়াদের মধ্যে বন্ডের টাকা না ভাঙালে, সেই টাকা প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে (পিএমআরএফ) জমা হয়ে যাবে। এখনও অবধি ১৪৪টা বন্ড থেকে ২০.২৮৩৩ কোটি টাকা (০.৩১%) প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে জমা হয়েছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে ৯৯.৬৯% বন্ডই ১৫ দিনের মেয়াদকালের মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলি ভাঙিয়ে নিয়েছে।

কেবলমাত্র নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণকারী রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী বন্ড গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত- (i) জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ এর ২৯এ ধারার (**29A of the Representation of the People Act, 1951**) অধীন নিবন্ধিত হতে হবে এবং (ii) সর্বশেষ লোকসভা ও বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে (যে ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য) মোট প্রদত্ত ভোটের অন্ততঃ এক শতাংশ ভোট পেতে হবে। নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প, ২০১৮ অনুসারে, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ এর ২৯সি ধারা সংশোধন করা হয়েছে ও নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান দেওয়া দাতার পরিচয় সম্পর্কে তথ্য রাখার এবং প্রতি বছর সেই তথ্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশনকে জানানোর দায়ভার থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে।

খ. অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (ADR) দ্বারা নির্বাচনী বন্ডগুলির তথ্য বিশ্লেষণ: মার্চ ২০১৮ থেকে জানুয়ারী ২০২১ এর মধ্যে যত সংখ্যায় ও মূল্যের (তথা টাকার গুনিতকে) নির্বাচনী বন্ড কেনা হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলের দ্বারা তা ভাঙানো হয়েছে, তার শাখা ও মূল্য ভিত্তিক এক বিশ্লেষণ করেছে **অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস**। ১৫ ধাপে করা এই বিশ্লেষণে প্রাথমিকভাবে যা জানা গেছে -

1. মার্চ ২০১৮ থেকে থেকে জানুয়ারী ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ ধাপে ১২,৯২৪ টি নির্বাচনী বন্ড বিক্রি হয়েছে যার মূল্য ৬৫৩৪.৭৮ কোটি টাকা। এই সময়ের মধ্যেই ঐ বন্ডের থেকে ১২,৭৮০টি বন্ড ভাঙিয়ে নেওয়া নিয়েছে, যার মূল্য ৬৫১৪.৫০ কোটি টাকা। নির্বাচনী বন্ডের মোট মুল্যের ৫৫.৪৩% বন্ড ২০১৯ সালের মার্চ এবং এপ্রিল এই দু'মাসের মধ্যে কেনা হয়েছিল, যখন ছিল সংসদীয় নির্বাচন।

2. মোট বন্ডের ৯২.০৪৬% বা ৬০১৫ কোটি টাকার বন্ড কেনা হয়েছিল ১ কোটি টাকার গুণিতক হারে। এর থেকে এটা বোঝায় যে এই বন্ডগুলি কোন ব্যক্তি নয়, কর্পোরেটরা কিনেছে।

3. মার্চ ২০১৮ থেকে থেকে জানুয়ারী ২০২১ সালের মধ্যে নতুন দিল্লীতে, যেখানে জাতীয় দলগুলির সদর দপ্তর অবস্থিত, সেখান থেকে মোট বন্ডের ৭৬.৯৬% বা ৯১০৮টি বন্ড যার মূল্য ৫০১৩.৫২ কোটি টাকা, তা ভাঙানো হয়েছিল (যদিও সর্বাধিক মুল্যের বন্ড মুম্বইয়ে কেনা হয়েছিল)।

4. ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে নির্বাচনী বন্ড থেকে রাজনৈতিক দলগুলি পেয়েছে মোট ২৭৬০.২০ কোটি টাকা। এরমধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল একাই পেয়েছে ৬০.১৭% বা ১৬৬০.৮৯ কোটি টাকা ।

5. নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে বিজেপির বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন অনুসারে, দলটি নির্বাচনী বন্ডের থেকে ২১০ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে। এটা ছিল ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে কেনা সমস্ত নির্বাচনী বন্ডের ৯৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বিজেপি

১৪৫০ কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড পেয়েছে এবং জাতীয় কংগ্রেস পেয়েছে ৩৮৩ কোটি টাকা মূল্যের নির্বাচনী বন্ড।

6. লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ এর সময়কালে - মার্চ ২০১৯ (অষ্টম পর্ব), এপ্রিল ২০১৯ (নবম পর্ব) এবং মে ২০১৯ (দশম পর্ব) এর মধ্যে, অর্থাৎ মাত্র তিন মাসের মধ্যেই, নির্বাচনী বন্ডের মোট মূল্যের ৬৮.০৮% রাজনৈতিক দলগুলি ভাঙিয়ে নিয়েছে।

7. নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলির দাতাদের নাম প্রকাশে বাধ্যবাধকতা না থাকায়, রাজনৈতিক দলগুলির জন্য অনুদানের সর্বাধিক জনপ্রিয় পদ্ধতি হয়ে উঠেছে নির্বাচনী বন্ড। **অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস দ্বারা ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ বিশ্লেষণে করে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে** জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মোট আয়ের ৫২% এবং আঞ্চলিক দলগুলির মোট আয়ের ৫৩.৮৩% টাকা এসেছে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুদান থেকে।

8. ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের জন্য **অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের** বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেস, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি, এবং তৃণমূল কংগ্রেস এই ৪ টি জাতীয় দল মোট ১৯৬০.৬৮ কোটি টাকা বন্ডের মাধ্যমে প্রাপ্তি ঘোষণা করেছে। আরও ৭টি আঞ্চলিক দল বিজু জনতা দল (বিজেডি), তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস), ওয়াইএসআর-সি, শিবসেনা, তেলুগু দেশম পার্টি, জনতা দল সেকুলার (জেডিএস) এবং সিকিম ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এসডিএফ) নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান হিসাবে ৫৭৮.৪৯ কোটি টাকা পেয়েছে।

9. ২০১৯-২০২০ তে **অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের** বিশ্লেষণ কালে, যে সকল রাজনৈতিক দলের অডিট রিপোর্ট/প্রাপ্ত অনুদান জনসমক্ষে প্রকাশিত রয়েছে, তার থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেডি, জেডিএস, টিডিপি, এআইএডিএমকে, এসএডি, ডিএমকে এবং জনতা দল ইউনাইটেড এই ৮টি রাজনৈতিক দল ঘোষণা করেছে যে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান থেকে তারা মোট ৩১১.৩৭ কোটি টাকা পেয়েছে।

10. ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে জাতীয় দলগুলি সব থেকে বেশী কর্পোরেট অনুদান পায়, যার মূল্য ৮৮১.২৬ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে এটি ছিল ৫৬৩.১৯ কোটি টাকা এবং

২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এই কর্পোরেট অনুদান ছিল ৫৭৩.১৮ কোটি টাকা (এই সময়ে ১৬তম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়)। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষ থেকে ২০১৮-১৯ সালের মধ্যে জাতীয় দলগুলিতে কর্পোরেট অনুদান ৯৭৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ. নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প, ২০১৮ কেন অনিয়ন্ত্রিত, অসাংবিধানিক এবং সমস্যাযুক্ত

1. অর্থ বিল আইন ২০১৭, যা নির্বাচনী তহবিল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থা চালু করেছিল, তা 'মানি বিল' বা অর্থ বিল হিসাবে পাস হয়। এই সংশোধনীতে রাজনৈতিক দলগুলিকে, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুদানের দাতাদের নাম বা ঠিকানা, ভারতীয় নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া দলের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করার দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত করা হয়।
   এর ফলে রাজনৈতিক দলের আর্থিক অনুদানের উৎস সম্পর্কে স্বচ্ছতার উপর একটি বৃহৎ প্রভাব পরবে এবং এই অস্বছতার কারণে রাজনৈতিক অনুদানের স্বরূপটিও ক্রমে আমূল বদলে যাবে।

2. নির্বাচনী বন্ড নাগরিকের মৌলিক 'জানার অধিকার' কে লঙ্ঘন করে। তথ্য পাওয়ার অধিকারের উপরএমন অযৌক্তিক ও অস্বচ্ছ নিয়ন্ত্রণ, বৃহত্তর জনস্বার্থকে ক্ষুন্ন করে ও সার্বিক ভাবে গণতন্ত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার ভিতের উপর কুঠারাঘাত করে।
   গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে জনসাধারণের থেকে আড়াল করে রাখলে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত, রাজনৈতিক শ্রেণির জবাবদিহিতা ও দায়ব্ধতার বিষয়টিকেই অত্যন্ত দুর্বল করে তোলা হয়।

3. তদুপরি, নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত কোন তথ্য নাগরিকরা না পেলেও, সরকারের জন্য এ বাধা প্রযোজ্য নয়। সরকার ইচ্ছে করলেই দাতাদের সম্পর্কে সব তথ্য সহজেই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে পেয়ে যেতে পারে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কেবলমাত্র করদাতারা এই অনুদানের উৎস সম্পর্কে অন্ধকারে থাকবে। লক্ষনীয় যে বন্ডগুলির মুদ্রণ এবং এসবিআই কমিশন কর্তৃক বন্ডগুলি বিক্রয় ও ক্রয়ের সুবিধার্থে করা সব খরচ, কেন্দ্রীয় সরকার করদাতাদের অর্থ থেকেই প্রদান করে।

4. নির্বাচনী বন্ডগুলি হল রাজনৈতিক অনুদানকে অস্বচ্ছ করার প্রচেষ্টার সমর্থনকারী ও এই প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ বর্ধনকারী । নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কেবলমাত্র যে সীমাহীন ও রহস্যময় অনুদানের বৃদ্ধি হয়েছে তা নয়। এই নির্বাচনী বন্ড দেশের নির্বাচনী ও রাজনৈতিক পরিসরে, অবৈধ অর্থকে বৈধতা দেওয়ার উপায়ে পরিনত হয়েছে, বর্তমানে এর পরিমাণ ৬৫০০ কোটি টাকার বেশী।

5. বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা যেমন রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই), ভারতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই), এমনকি আইন মন্ত্রক এবং রাজ্যসভার বিভিন্ন সংসদ সদস্যবৃন্দ নির্বাচনী বন্ড নিয়ে বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এরা নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পের বিরুদ্ধে সরকারকে বারবার সতর্ক করে বলেছেন যে নির্বাচনী বন্ড দেশে কালো টাকার সঞ্চালন, বে-আইনী অর্থ লেন-দেন, অর্থ পাচার, আন্তঃসীমান্ত জালিয়াতি এবং অন্যান্য জালিয়াতি বাড়াতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি নির্বাচনী বন্ডের কার্যবিধির তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং এটিকে একটি ‘খারাপ নজির’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল। এইসব আপত্তিকে সরকার পুরো উপেক্ষা করে যায়। এমনকি নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পকে কম ঝুঁকিপূর্ণ করার পরামর্শগুলিও সরকার এড়িয়ে গেছে।

6. ভারতীয় নির্বাচন কমিশন সুস্পষ্ট করে বলেছিল যে “কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক কোন নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুদানকে রিপোর্টিংয়ের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে, এটি এক পশ্চাদমূখী বা নেতিবাচক পদক্ষেপ এবং এটি প্রত্যাহার করা দরকার”। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন আরও বলেছে যে এ হেন অবস্থায় কখনই নিশ্চিত করে বলা যায় না যে রাজনৈতক দলগুলো সরকারী সংস্থা বা কোন বিদেশী উৎস থেকে অনুদান নিয়েছে কিনা। নির্বাচন কমিশনের উদ্বেগের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সভায় সরাসরি অস্বীকার করে যে নির্বাচন কমিশন কোনদিন এমন উদ্বেগের কথা আদৌ বলেছিল। তদুপরি, সরকার এই সত্যিও ঢাকার চেষ্টা করেছে যে দাতারা বন্ডের মত এক ব্যবস্থা এই জন্য চেয়েছিল, যাতে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক হয়রানির সম্ভাবনা থাকে, তা এড়িয়ে যাওয়া যায়।
7. সরকার এসবিআইকে অবৈধভাবে বিক্রি হওয়া ২০ কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ নির্বাচনী বন্ড নিয়ে নিতে বাধ্য করেছে।

8. নির্বাচনী বন্ডগুলির উপরের ডানদিকে কোণে লুকানো বর্ণানুক্রমিক অক্ষর থাকে। যা কেবলমাত্র অতিবেগুনী আলোতে দৃশ্যমান এবং খালি চোখে অদৃশ্য। হলফনামায়, সরকার তার আগের বিবৃতি বা দাবীর পুনরাবৃত্তি করে বলেছে যে বর্ণানুক্রমিক অক্ষরগুলি সুরক্ষার কারণে খচিত করা হয়েছে - তবে এই যুক্তিটি অনেক বিশেষজ্ঞই মেনে নেন নি। ‘দ্য কুইন্ট’ এবং অন্যান্য প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ক্ষমতাসীন সরকার দাতাদের উপর গোপনে নজর রাখতে চায় বলেই এই ব্যবস্থা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার ইচ্ছে করলেই দাতাদের নামধাম স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে পেতে পারে, গোপনীয়তার শর্ত সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, এই অনুদানের উৎস সম্পর্কে অন্ধকারে থাকে শুধু ভারতীয় জনসাধারণ এবং বিরোধী দলগুলি।

9. ভারতের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস ওয়াই কুরাইশি একটি সাক্ষাৎকারেও বলেছিলেন; “নির্বাচনী বন্ড কেনার সময় একজনকে তাদের কেওয়াইসির (KYC) বিশদ তথ্য সরবরাহ করতে হয়। কেওয়াইসি বিবরণের সাথে মিলে যাওয়া বন্ডের সিরিয়াল নম্বরটি পরিষ্কার করে প্রকাশ করবে, যে কোন রাজনৈতিক দলকে কারা কত অর্থ অনুদান দিয়েছিল।"

10. বহুবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী বন্ডের অনির্ধারিত ও অবৈধ বিক্রয়কে অনুমোদন দিয়ে,অর্থ মন্ত্রক তার নিজস্ব নিয়মই ভঙ্গ করেছে।

11. নির্বাচনী বন্ডগুলি জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে ১০দিনের জন্য ইস্যু করতে বা ছাড়তে হয় এবং নির্বাচনের বছরে দেওয়া হয় অতিরিক্ত ৩০ দিন। তবু, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে, লোকসভা নির্বাচনের আগে, অর্থমন্ত্রক মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে বন্ড ইস্যু করার জন্য মোট ৪৫ দিনের সময় ধার্য করেছিল। যদিও মার্চ ও মে মাসে বন্ড ইস্যু করার জন্য নির্ধারিত দিনগুলি নির্বাচনের বছরের জন্য অনুমোদিত ৩০ দিনের নিয়ম অনুযায়ী হওয়া উচিৎ ছিল, সর্বমোট ৪০ দিন। সুপ্রিম কোর্ট ১২ই এপ্রিল, ২০১৯ এ, এক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে বন্ড ক্রয় - বিক্রয়ের জন্য দেওয়া অতিরিক্ত ৫ দিন সময় কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

12. বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২০ এর সময় নির্বাচনী বন্ড ক্রয় - বিক্রয়: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ১৯শে অক্টোবর থেকে ২৮শে অক্টোবরের (১৪তম পর্ব)

মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্বাচনী বন্ড জারি করাও একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। ০২.০১.২০১৮ তারিখের প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় বন্ডগুলি বিক্রয় হবে জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবরে। তবে, ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ১৩তম পর্বের পরে, নির্বাচনী বন্ড এপ্রিল এবং জুলাইয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়নি। এর পরিবর্তে, ঠিক বিহার নির্বাচনের আগে, অক্টোবরে আবার বন্ড বিক্রি প্রক্রিয়া খোলা হয়েছিল। স্পষ্টতই, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত অনুদানগুলি, রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী প্রচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এখানে আবার মনে করিয়ে দেওয়া একান্ত জরুরী যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য দরকার রাজনৈতিক দলগুলির অনুদানের উৎস সম্পর্কে জনগনের পরিস্কার ধারনা থাকা। এই তথ্য থেকে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও ভোটদানের সময় নাগরিকরা স্বাধীন ভাবে ও সব বিষয়ে অবহিত হয়েই নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিতে পারে।

13. আইন মন্ত্রনালয় বারবার অর্থ মন্ত্রকের এই বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিল যে নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পের জন্য যোগ্য হতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলিকে লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে অন্তত ১% ভোট অবশ্যই পেতে হবে। আইন মন্ত্রক ইঙ্গিত দিয়েছিল যে এই প্রকল্পটির উচিৎ জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর নিয়ম মেনে চলা।

14. যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচনী বন্ডের সিংহভাগ একটি রাজনৈতিক দলই পেয়েছে ও আরো দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলেরা বেশী নির্বাচনী বন্ড ভাঙাচ্ছে নির্বাচনের ঠিক আগে, সেহেতু এটা সহজেই অনুমেয় যে নির্বাচনী প্রতিদ্বিন্দীতার ক্ষেত্রে এই অসম অনুদানের বিরূপ প্রভাব পরতে বাধ্য। অসম নির্বাচনী প্রাঙ্গণ গণতন্ত্রের মুল সূত্রের (সমান প্রতিযগীতার সুযোগ) পরিপন্থী।

15. যেখানে অনুদান হিসাবে পাওয়া নির্বাচনী বন্ডের বিস্তারিত খবর পাওয়া যায় না, এমন পরিস্থিতিতে, রাজনৈতিক দলগুলি জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ এর বিধান লঙ্ঘন করে কোন সরকারী সংস্থা বা বিদেশী উৎস থেকে অনুদান নিয়েছে কি না, তা কখনই নিশ্চিত করা যায় না ।

16. বন্ডের সুবিধা পেতে অযোগ্য (In-eligible) রাজনৈতিক দলগুলিও নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করছে : **অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের** ৫ ই মার্চ ২০১৯ এ সুপ্রিম কোর্টে করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, ১২ই এপ্রিল ২০১৯ তারিখে,

সুপ্রিম কোর্ট এক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেয়। এই আদেশে বলা হয় যে সমস্ত রাজনৈতিক দল, যারা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান পেয়েছে, তাদের একটা মুখবন্ধ খামে, সেই বন্ড সংক্রান্ত তথ্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা করতে হবে ৩০ই মে ২০১৯ এ বা তার আগে। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী আদেশের ফলে, নির্বাচন কমিশনের কাছে যে দলগুলি সিল করা খামে, বন্ড সংক্রান্ত তথ্য জমা করেছিল, তাদের বন্ড প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে **অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস একটি** বিশ্লেষণ করে। বিশ্লেষণে এই প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা ধরা পরে ও তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ধরা হয়ঃ

a. নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট ৬৯টি নিবন্ধিত অপরিচিত (unrecognized) দলগুলি সিল করা খামে বন্ডের বিশদ বিবরণ জমা দিয়েছে। নির্বাচনী বন্ড পাবার জন্য দলের যোগ্যতা যাচাইয়ের অন্যতম মাপকাঠি, প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ সংক্রান্ত তথ্য কেবল ৪৩টি দলই জানিয়েছিল।
b. নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প ২০১৮ সালে বর্ণিত যোগ্যতার মানদণ্ড অনুসারে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এই ৪৩টি দলের মধ্যে কেবল ১টি নিবন্ধিত অপরিচিত দলই নির্বাচনী বন্ড গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।
c. নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প ২০১৮তে বর্ণিত যোগ্যতার মানদণ্ড অনুসারে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান গ্রহণে যোগ্য রাজনৈতিক দলগুলির কোনও তালিকা প্রকাশ্যে জনসমক্ষে বা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নেই। ১০ ই অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে, **অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের** তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় করা জিজ্ঞাসার উত্তরে, নির্বাচন কমিশন জানায় যে এমন কোন তালিকা তারা সংকলিত করেনি।
d. স্পষ্টতই, নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প ২০১৮র মানদণ্ড অনুযায়ী এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে অযোগ্য এমন দলগুলিও যখন নির্বাচনী বন্ড পায় ও তা ভাঙায়; সে নিয়ে আগে বা পরে কোন পর্বেই কোন কতৃপক্ষের তদন্ত করার ব্যবস্থা নেই।

17. নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পের সূচনার পর থেকে ভারতে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে:

নির্বাচনী বন্ড কালো টাকার অবাধ কারবারকে পরোক্ষে প্রশ্রয় ও উৎসাহ দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে টাকা উপার্জনের এক উর্বর ক্ষেত্রে পরিনত করেছে। অর্থ এবং পেশী শক্তির মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং, কেবল ধনী ও শক্তিশালীরা

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার টিকিট পাবেন এ আর আশ্চর্য কি। ২০১৭ সালের জানুয়ারীতে ভারতে মোট ১৫০০টি রাজনৈতিক দল ছিল। ২০২০ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে মোট রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬২৮টি। নতুন দলগুলির এ হেন বিকাশের কারণটি অবশ্যই সরকারের বিতর্কিত নির্বাচনী বন্ড এবং সীমাহীন, বেনামী কর্পোরেট অনুদান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এই রাজনৈতিক দলগুলির বেশীরভাগ কখনই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। এই দলগুলি মানি লন্ডারিংয়ের বা বে আইনী অর্থ লেনদেন ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকতে পারে বা হয়ত শুধুমাত্র কালো টাকা সাদা করার জন্য দলকে ব্যবহার করতে পারে।

18. লোকসভা ২০১৯-এর নির্বাচনকে 'এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ রিপোর্টে উল্লেখ করে, ২০১৯ এর লোকসভা নিরবাচনে প্রায় ৫৫,০০০ - ৬০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল । সব মিলিয়ে ১৯৯৯ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে সর্বশেষ ছয়টি লোকসভা নির্বাচনের ব্যয় ৬ গুণ বেড়েছে। ১৯৯৯ সালে ৯,০০০ কোটি টাকা থেকে প্রায় ছয় গুণ বেড়ে ২০১৯ সালে ৫৫,০০০ কোটি টাকা হয়েছে।

19. ২০১৯এর লোকসভা নির্বাচনে দেখা গেছে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে সর্বাধিক বেনামী অনুদান এসেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী বন্ড থেকে মোট ২৭৬০.২০ কোটি টাকা পেয়েছে।

ঘ. এডিআর এর সুপারিশ

1. **অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস বলে** যে নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প, ২০১৮ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা উচিত।
2. প্রকল্পটি যদি চালু থাকেই, তবে অন্তত ২০১৮র প্রকল্পে দাতার নাম না প্রকাশের নীতিটি বিলোপ করা উচিৎ। নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান প্রাপ্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলকে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে, উক্ত আর্থিক বছরে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুদানের মোট পরিমাণ এবং প্রতিটি বন্ডের পাশে দাতাদের বিশদ বিবরণী ঘোষণা করতে হবে; এই জাতীয় প্রতিটি বন্ডের পরিমাণ এবং প্রতিটি বন্ড ভাঙিয়ে প্রাপ্ত অনুদানের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলির আর্থিক অবস্থার একটি সত্য চিত্র সাধারণ মানুষের কাছে যাতে প্রকাশিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, উপরের তথ্যগুলিকে একটি

সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ও কাঠামোতে সাজিয়ে জমা করা রাজনৈতিক দলগুলির জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে।

3. নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প ২০১৮তে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী, নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান গ্রহণের জন্য যোগ্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের একটি তালিকা সংকলিত করতে হবে, তাদের প্রাপ্ত ভোটের অংশ অনুসারে; যেমনটি ২০১৮ র প্রকল্পে বলা আছে। এই তালিকা নিয়মিত পরিমার্জন করা উচিৎ যাতে সর্বশেষ নির্বাচনে (সংসদ বা বিধাসভা) দলের প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী তাদের বন্ডের মাধ্যমে অনুদান পাওয়ার যোগ্যতার মুল্যায়ণ করা যায়। এই তালিকা অবশ্যই নির্বাচন কমিশন ও এসবিআইয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে এবং এই তথ্য কাগজে ছাপা অবস্থাতেও নির্বাচনী বন্ড বিক্রির জন্য অনুমোদিত এসবিআইয়ের ২৯টি শাখায় পাওয়া যাবে।
4. নিয়ম লঙ্ঘন করে তথ্য গোপনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে কর ছাড়ের সুযোগ না দেওয়া ছাড়াও প্রকাশ্য জরিমানা আরোপ করা উচিত।
5. দীর্ঘমেয়াদে নিষ্ক্রিয় থাকা রাজনৈতিক দলগুলি যারা কোনও নির্বাচনে অংশ নেয় না এবং নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে নিয়মিত অনুদান নিতে থাকে, এ ধরনের দলগুলিকে সময়ে সময়ে নির্বাচন কমিশনের তালিকা থেকে বাতিল করা উচিত, যাতে এরা নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প, ২০১৮এর সুবিধা না নিতে পারে।
6. নির্বাচনী বন্ড স্কিম, ২০১৮ অনুযায়ী নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অনুদান গ্রহণে অযোগ্য কোনও রাজনৈতিক দল যাতে এই বন্ডগুলি নিতে ও ভাঙাতে না পারে তার তদারকির ভার নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া উচিৎ।
7. সকল জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার (আরটিআই) আইনের অধীনে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিলের সমস্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তথ্য অধিকারের আওতায় সকল দাতাদের বিশদ বিবরণ, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে তথা অনুসন্ধানের জন্য উপলব্ধ করতে হবে।
8. কম্পট্রলার এন্ড অডিটর জেনারেল (CAG) এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত একটি সংস্থাকে রাজনৈতিক দলগুলির জমা দেওয়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণ যাচাই করার দায়িত্ব দিতে হবে।
9. ৩রা জুন, ২০১৩ তারিখে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের আদেশ মেনে রাজনৈতিক দলগুলিকে তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ এর আওতায় আনতে হবে।